Topic : মধ্য বাংলার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

মধ্য বাংলা ভাষার সময়কাল মোটামুটি ১৩৫০ থেকে ১৭৬০ খ্রী: পর্যন্ত। তবে ভাষাতাত্ত্বিকেরা এই পর্বটিকে দুটি উপপর্বে ভাগ করেছে যথা:

১) আদি মধ্য বাংলা (১৩৫০-১৫০০খ্রী:)

এই উপপর্বের উল্লেখযোগ্য সাহিত্য নিদর্শন হল শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

২) অন্ত্যমধ্য বাংলা (১৫০০-১৭৬০খ্রী:)

এই উপপর্বের উল্লেখযোগ্য সাহিত্য নিদর্শন হল মঙ্গল সাহিত্য, বৈষ্ণব সাহিত্য ও অনুবাদ সাহিত্য।

আদি মধ্য বাংলার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

১) আ-কারের পূর্বস্থিত ই-কার, উ-কার ধ্বনির ক্ষীনতা এই যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয় ধ্বনি ক্ষীন উচ্চারিত হয়ে পাশাপাশি অবস্থিত দুই ধ্বনি মিলে যৌগিক স্বর হতে পারে।

যেমন- ইআঁ (পসিআঁ)

উআ (গোআলিনী)

২) নাসিক্য ব্যঞ্জনের সংযোগে গঠিত সংযুক্ত ব্যঞ্জনের সরলীভবন হতে পারে। যেমন- কান্তি > কাঁতি

ঝম্প > ঝাঁপ

৩) মহাপ্রান নাসিক্যের মহাপ্রানতা লোপ পেতে পারে। এমন কি 'হ' কার যুক্ত নাসিক্য ব্যঞ্জনের 'হ' লোপ পেতে পারে।

যেমন কাহ্ন > কানু, আহ্মি > আমি।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

১) কর্তৃকারকে শূন্য বিভক্তি দেখা যায় - 'শীতল মনোহর বাঁশি কেন

২) মুখ্য কর্মে বিভক্তিহীনতা দেখা যায়। এবং গৌনকর্ম ও সম্প্রদানে ক/কে/রে বিভক্তি দেখা যায় - 'কংসকে বুলিয়ে কন্যা আকাসে থাকি

৩) পঞ্চমী বিভক্তির বদলে 'হৈতে' অনুসর্গ ব্যবহৃত।

'গোঠে হৈতে আসি আহ্মি বুঢ়ী গোআলিনী

৪) সম্বন্ধ পদের বিভক্তি ক/কের/র/এর।

বারেঁ বারেঁ কাহ্ন সে কাম করে। যে কামে হএ কুলের খাঁখারে।

৫) অধিকরণের সপ্তমী বিভক্তি এ/তে/ত।-
মদনবানে পরানে আকুলী ল।

অন্ত্যমধ্য বাংলার ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য:

১) পদান্তের একক ব্যঞ্জনের পরে অবস্থিত অ-কার লোপ পায়।
'আর্ শুন্যাছ আলো সই গোরাভাবের্ কথা/
কোনের ভিতর্ কুলবধূ কান্দ্যা আকুল্ তথা।'
অবশ্য এ বৈশিষ্ট্যের ব্যতিক্রম ও ছিল।

২) আদিতে শ্বাসাঘাতের ফলে শব্দমধ্যস্থ স্বর লোপ।
হরিদ্রা > হলদি।

৩) অপিনিহিতি বা বিপর্যাসের ফলে 'ই' 'উ' পূর্বে সরে এসেছে।
যেমন- বেগুন > বেউগন > বাইগন

৪) মহাপ্রান নাসিক্যের অল্পপ্রান হবার তীব্র প্রবনতা লক্ষনীয়।
যেমন- আহ্মার > আমার।

রূপগত বৈশিষ্ট্য:

১) আদিমধ্যবাংলায় সর্বনামের কর্তৃকারকের বহুবচনে 'রা' বিভক্তি ছিল। অন্ত্যমধ্যবাংলায় 'রা' বিশেষ্যেরও কর্তৃকারকের বহুবচনে প্রযুক্ত। এছাড়া বহুবচনে গুলি/গুলা ব্যবহৃত হত।

যেমন -
কে বলে শারদশশী ও মুখের তুলা।
পাদনখে পড়ে আছে তার কতগুলা॥

২) ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন র/এর।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥

৮

৩) অপ্তমী বিভক্তি- এ/তে/য়

ধূলায় ধূসর হয়্যা কান্দয়ে হস্তিনী।
মিথ্যা বর দিয়া কেন বধ কর প্রানী।

৪) মূল ক্রিয়ার অসমাপিকা রূপের সঙ্গে 'আছ' ধাতু যোগে যৌগিক কালের রূপ গঠন হতো।

'গোবিকা রাখ্যাছি বান্ধি দিয়া জাল দড়া।

৫) আরবী- ফারসী শব্দের বহুল ব্যবহার লক্ষনীয়। (মুসলমান প্রভাবে

যেমন আইন, কেতাব (আরবী)
দার (জিহদার), গিরি (বাবুগিরি)— ফারসী।

৬) সাধারন ভবিষ্যৎ কালের উত্তম পুরুষের বিভক্তি 'ইব'।

তোমার বদলে আমি করিব পসার।